ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪১২ রবিবার ২৪ এপ্রিল ২০০৫ শহর সংস্করণ ৪ টাকা

ভ্যাট নিয়ে রণক্ষেত্র মেটিয়াবুরুজ লাঠি, গুলি

স্টাফ রিপোর্টার: ভ্যাট বিরোধীদের ডাকা ব্যবসা বনধের চতুর্থ দিন শনিবার পোশাক ব্যবসায়ী দু'টি সংগঠনের সমর্থকদের লড়াইয়ে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে মেটিয়াবুরুজের ভি আই পি হাট চত্বর। বনধ অগ্রাহ্য করে দোকান খোলায় বহুতল ভি আই পি হাটে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। আগুন লাগানো হয়েছে তিনটি স্কুটারে। গোলমাল থামাতে গিয়ে পুলিশও আক্রান্ত হয়।

লাঠি চালিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে পুলিশ শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলিও ছোড়ে। পুলিশের লাঠিতে এবং ইট, পাথরের ঘায়ে কম বেশি জখম হয়েছেন ১৫ জন।

তাতেও মারমুখী জনতার তাণ্ডব থামেনি। পুলিশের সামনেই দুপুর পৌনে ১ টা অবধি বেপরোয়া ভাঙচুর চলেছে ওই কমপ্লেক্সে। পরে র‍্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্সের সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ২৭ জনকে। নিরাপত্তার কারণে ধৃতদের মেটিয়াবুরুজ থানায় না-রেখে বেহালা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সিটু-র দর্জি ইউনিয়নের রাজ্য নেতা এবং মহেশতলায় সি পি এম বিধায়ক মোরসেলিন মোল্লা এ দিনের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক রং লাগাতে চাননি। তবে এলাকার সি পি এম নেতৃত্ব এ দিনের ঘটনাকে পরিকল্পিত রাজনৈতিক আক্রমণ হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ফলেগোটা বিষয়টিই পুর ভোটের আগে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

পুলিশ জানায়, গোলমালের সূত্রপাত এ দিন সকাল আটটা নাগাদ। মেটিয়াবুরুজের আক্রা রোডে ভি আই পি হাটের অদূরে ভ্যাট বিরোধীদের সভা হচ্ছিল। জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার চঞ্চল দত্ত জানান, বাইরে থেকে কে বা কারা ওই সভায় ইটপাটকেল ছোড়ে। সভা ভণ্ডুল করে দেয়। তার পরেই শুরু হয় ব্যাপক মারপিট, ইট পাথর ছোড়াছুড়ি।

পরেই শুরু হয় ব্যাপক মারপিট, ইট পাথর ছোড়াছুড়ি।

মোরসেলিন মোল্লা বলেন, "ভ্যাট বিরোধী এবং ভ্যাট সমর্থক পোশাক ব্যবসায়ীদের বিরোধের জেরেই এ দিনের গোলমাল। ভ্যাট বিরোধী কিছু বড় ব্যবসায়ী মদত দিয়ে ওই গোলমাল বাধায়। সিটু-র দর্জি ইউনিয়নের ওই নেতা আরও বলেন, "আমরাই সভা করে সমস্ত দর্জিদের দোকান খোলা রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু ভ্যাট বিরোধী সংগঠনের পোশাক ব্যবসায়ীরা তার বিরোধিতা করেছেন।"

অন্য দিকে, মেটিয়াবুরুজের সি পি এম নেতা তথা দলের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সেন এ দিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বলেন, "কংগ্রেস পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালিয়েছে।" একই অভিযোগ করেছেন ভি আই পি হাটের মালিক বাবুলাল লস্করও। মেটিয়াবুরুজের এক কংগ্রেস নেতার নাম করে ভি আই পি হাট-এর মালিক বলেন, "ওই কংগ্রেস নেতার নেতার উপস্থিতিতেই ভাঙচুর চলে।" একই অভিযোগ করেছেন বাংলা রেডিমেড গার্মেন্টস চেম্বার অব কমার্সের যুগ্ম সম্পাদক আলমগির ফকিরও। পাশাপাশি তাঁরা জানান, আজ, রবিবারও হাটের সমস্ত দোকানপাট খোলা থাকবে।

সি পি এমের অভিযোগ খারিজ করেছে কংগ্রেস। দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি শৈলেন দাশগুপ্ত বলেন, "মেটিয়াবুরুজের কয়েক হাজার দর্জি কংগ্রেসে আসায় সেখানে দলীয় সংগঠন মজবুত হয়ে ওঠে। পুর ভোটের আগে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে ছক কষেই সি পি এম গোলমাল করেছে। এলাকার কংগ্রেস নেতা এবং কর্মীদের পুলিশের হাতে তুলে দিতেই সি পি এমের ওই কৌশল। ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে কোনও দলীয় কর্মী জড়িত নয়।"

● খুচরো বাজার বন্‌ধের ডাক...পৃঃ৩